দৈনিক সংবাদ

5 APR 1989

4 5

70

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর প্রায় সভ্যদেশেই কৃতী পুরুষদের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠান বেসরকারী এবং সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশের কৃতী সন্তানদের স্মৃতিকে স্থায়ী রূপ দানের জন্যই এ সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আছে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যা-... কাজী নজরুল ইসলাম আমা-... জাতীয় কবি। কিছুকাল পূর্বে বাংলাদেশ সরকার "নজরুল ইনষ্টিটিউট" প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমার প্রস্তাব কাজী নজরুল ইসলামের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে স্বতন্ত্র হবে। এখানে যেসব বিষয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণা হবে সেগুলো মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তির ও মনের সূক্ষ্ম উপাদানের বিকাশের সহায়ক হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হবে মানুষের স্বাভাবিক মানসিক শক্তিসমূহের উন্নতি ও বিকাশ। এভাবে মানুষ শিক্ষিত হলে মানুষ উন্নত জীবন যাপনের পক্ষে সচেষ্ট হবে। এই উন্নতি শুধু প্রযুক্তিগত উন্নতি নয়, সম্পূর্ণ মানবিক বোধ বুদ্ধি ও হৃদয় বৃত্তির সমুন্নতি। মানবিক বোধ ও বুদ্ধি ও হৃদয় বৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের জন্য সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলার চর্চা অপরিহার্য।

এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'কাজী নজরুল ইসলাম' বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানত: দু'টি অনুষদ থাকবে: এক মানববিদ্যা অনুষদ, দুই-সমাজবিদ্যা অনুষদ।

মানববিদ্যা বা কলা অনুষদের বিষয়গুলো সাহিত্য ও ভাষা, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাট্যতত্ত্ব, নৃত্য। সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় থাকবে: বাংলা সাহিত্য, প্রাচ্যভাষা, সংস্কৃত, পালি, ফারসী। আধুনিক ভাষার মধ্যে থাকবে ইংরেজী, ফারসী, জার্মানী, রুশ, চীন, মানববিদ্যা, অনুষদের অপর বিষয়গুলো হচ্ছে: দর্শন, ইতিহাস।

সমাজ বিদ্যা অনুষদের অন্তর্গত বিষয় হচ্ছে: সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ব, লোক বিজ্ঞান, বা লোকতত্ব।

আমার প্রস্তাব দেশের সুষ্ঠ সংস্কৃতির জন্য, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হোক। এখানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান হবে: এবং গবেষণা কর্মও হবে উচ্চতর উপাধির জন্য। গবেষণা কর্মের জন্য তিন বছর নির্ধারণ করা যায়। এক বছর কালীন উপাধি পরীক্ষার জন্যও পাঠ্যসূচী থাকবে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ডিগ্রী নিয়ে বের হবে তাদের জীবিকার কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। কেন না, বর্তমানে দেশে বহু ব্যক্তি সঙ্গীত, নৃত্য, চলচ্চিত্র, চিত্রকলার সঙ্গে জড়িত থেকে জীবিকা অর্জন করছে। সিনেমা, থিয়েটার, টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ডঃ আবদুল আউয়াল, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।